যুগান্তর

তারিখ 27 SEP 2017 ... পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

নতুন নীতিমালা আসছে

অনুমতি ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নয়

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে নতুন নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা
মন্ত্রণালয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির হার
বৃদ্ধি, কারিগরি শিক্ষায় সরকারের গুরুত্ব আরোপ এবং মাদ্রাসায় কমসংখ্যক
শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয় সামনে রেখে প্রস্তাবিত নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে
নীতিমালার একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা হয়েছে। সেটি অনুযায়ী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের আগেই সরকারের অনুমতি নিতে হবে।
মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে সচিবালয়ে এ সংক্রান্ত
একটি বৈঠক হয়। এতে নীতিমালা তৈরির লক্ষ্যে একজন অতিরিক্ত সচিবের
নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া প্রাথমিক খসড়া নীতিমালা বা ১৯৯৭
সালের নীতিমালার ওপর সংশোধনী প্রস্তাব ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কমিটির কাছে
দিতে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডকে বলা হয়েছে। বৈঠকে অংশ নেয়া একাধিক সদস্য
যুগান্তরকে বলেন, বর্তমানে ১৯৯৭ সালের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন নীতিমালা কার্যকর
আছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধির কারণে এর উপযোগিতা
কমে গেছে। পুরনো নীতিমালা অনুযায়ী, প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি
মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল বা মাদ্রাসা) এবং ৭৫ হাজার জনসংখ্যার জন্য
উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়ার কথা। দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে
দূরত্বের শর্তও আছে। এই নীতিমালার কারণে একদিকে প্রতিষ্ঠানে অধিক শিক্ষার্থী
ভর্তি হয়ে থাকে। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ঠিক থাকে না বিধায় শিক্ষার
মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আবার বাস্তব প্রয়োজনের কারণে প্রাপ্যতা না থাকা
সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেগুলো অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে
নতুন নীতিমালা হলে অবৈধ প্রতিষ্ঠান যেমন বৈধতা পাবে, তেমনি যেসব এলাকায়
প্রতিষ্ঠানের সংকট আছে, সেখানে স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ১৯৯৭ সালের পর
সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আদেশ, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন নানাভাবে
বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এ ছাড়া শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক
এবং নবম-দ্বাদশ শ্রেণীতে মাধ্যমিক স্তর উন্নীত করার নির্দেশনা আছে। নতুন
নীতিমালা প্রণয়নে এসব দিক বিবেচনায় নেয়া হবে। ইতিপূর্বে ২০১৪ সালে
'বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
(স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়
নীতিমালা' নামে আরেকটি নীতিমালার খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। সেটি অবশ্য
পরে চূড়ান্ত হয়নি। ওই নীতিমালায়ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আগে সরকারের অনুমতি
নেয়ার কথা ছিল। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি, অর্থ ও স্থাপনা থাকতে হবে।
ভাড়া বাড়িতে এবং যত্রতত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। এক প্রতিষ্ঠানের
শিক্ষার্থীরা আরেক প্রতিষ্ঠানের নামে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতেও পারবে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............................
তারিখ...............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/অবগতার্থে

স্বাক্ষর